সংবাদ

তারিখ ... 19 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফুলপুর রামভদ্রপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষক পদের দ্বন্দ্বে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

প্রতিনিধি, ফুলপুর (ময়মনসিংহ)

আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার রামভদ্রপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম কিবরিয়াকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন না ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল আজিজ। দায়িত্ব বুঝে নেয়াকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধে বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। একই বিদ্যালয়ে দু'জন প্রধান শিক্ষক দাবি করায় ঐতিহ্যবাহী এ উচ্চ বিদ্যালয়টি আজ ধ্বংসের সম্মুখীন। বিদ্যালয়ের পড়ালেখার দারুণ ক্ষতি হচ্ছে। এলাকায় তোলপাড় চলছে। ছাত্রছাত্রী অভিভাবকরা উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। জানা যায়, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একেএম গোলাম কিবরিয়া ২০১১ সালে তার মায়ের চিকিৎসাজনিত কারণে বিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে সিনিয়র শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে দায়িত্বভার অর্পন করে যান। এর কিছুদিন পর বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক আবদুল আজিজ সাবেক এমপি হায়াতোর রহমান খানের সহযোগিতায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমানকে বাদ দিয়ে নিজে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হন। এক পর্যায়ে প্রধান শিক্ষক এ কে এম গোলাম কিবরিয়া তার মা'র মৃত্যুর পর ছুটি শেষে বিদ্যালয়ে ফিরে আসতে চাইলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে অস্বীকার করেন। এরপর থেকেই ঐতিহ্যবাহী রামভদ্রপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের মধ্যে চরম মত বিরোধের সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে একাধিকবার দু'পক্ষের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটে। পদ ফিরে পেতে প্রধান শিক্ষক গোলাম কিবরিয়া ফুলপুর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে মামলা নং ২৫/২০১২ দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি চলতি বছর ৬ এপ্রিল মামলাটি নিষ্পত্তিমূলক রায়ে প্রধান শিক্ষক কিবরিয়াকে বৈধ ঘোষণা করে পর্যবেক্ষণ দেন যে, প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে নিয়মিত যোগদান করা মাত্রই নালিশি আদালতের কার্যকারিতা শেষ হবে। এর পর থেকেই গোলাম কিবরিয়া বিদ্যালয়ে যোগদানের চেষ্টা করলেও আবদুল আজিজ আকন্দ প্রধান শিক্ষক একেএম গোলাম কিবরিয়াকে অদ্যাবধি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেননি। সম্প্রতি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আলহাজ্ব এমএ হাকিম সরকারসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ বিষয়টি সুরাহার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে গেলে দেখতে পান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনির্দিষ্টকালের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়ালে নোটিশ টানিয়ে রেখেছেন। বিষয়টি এখনও সুরাহা না হওয়ায় বিদ্যালয়ের পড়ালেখার দারুণ ক্ষতি হচ্ছে। একই বিদ্যালয়ে দু'জন প্রধান শিক্ষক দাবি করায় এলাকায় তোলপাড় চলছে। ছাত্রছাত্রী অভিভাবকরা উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। যে কোন সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের সংঘর্ষ।